দৈনিক খবর

তারিখ ... 03 MAY 1988 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম 3 ...

048

মতামত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস-'৮৮ এবং কিছু কথা

উপর্যুপরি তৃতীয়বারের মতো তারিখ পরিবর্তনের পর গত পহেলা এপ্রিল মহাসমারোহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস '৮৮ উদযাপিত হলো। বহুল আকাঙ্ক্ষিত এই দিবসটির শুভ উদ্বোধন ঘটে বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনের পশ্চিম পার্শ্বে গাছ-গাছালি ঘেরা তৃণাচ্ছাদিত সবুজ চত্বরে প্রধান অতিথি প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রাক্তন ভিসি অধ্যাপক এম শামসুল হকের বেলুন ওড়ানো এবং শান্তির প্রতীক পায়রা উড়ানোর মধ্যদিয়ে। তার আগে হয় বিএনসিসি-সহ অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের মিলিত কুচকাওয়াজ। এতে সালাম গ্রহণ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর এম এ মান্নান। পরবর্তীতে প্রধান অতিথি, ভিসি-সহ আবাসিক হলের প্রাধ্যক্ষ/প্রাধ্যক্ষাদের যথাক্রমে জাতীয় পতাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ও হলসমূহের পতাকা উত্তোলন, বর্তমান উপাচার্য এবং প্রধান অতিথি প্রাক্তন উপাচার্যের বক্তৃতা, সারাটি দিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বিভিন্ন স্থানে সাংস্কৃতিকও নাট্যানুষ্ঠান, পোস্টার প্রদর্শনী এবং শেষ পর্বে মূল মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিবসটির পরিসমাপ্তি ঘটে।

সুন্দরের বর্ণনা দিতে কেউ কখনো কার্পণ্য করে না। সুন্দর চিরকালই সুন্দর। সুন্দরের সঙ্গে অসুন্দরের যেখানে দ্বন্দ্ব সেখানেই যতো বিপত্তি। আজ এ আলোচনার মূলেও রয়েছে তাই। বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের উপরোক্ত বর্ণনা অনেকেই বাস্তবে দেখেছেন কিংবা যারা দেখেননি, শুনেছেন অথবা সংবাদপত্রে পড়েছেন। কিন্তু সব কিছুর অন্তরালে সকলের অজ্ঞাতে (কিংবা অনেকের জ্ঞাতে হলেও) দিবসটির যে উদ্বোধন রাত ১২-০১ মিনিটে ছেলেদের হলগুলোতে হয়েছিল তা অশুভ লক্ষণ কি-না জানি না, তবে কিছুতেই যে শুভ লক্ষণ নয় তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। এবারে তার কিছু বর্ণনা দেয়া যাক।

৩১শে মার্চের শেষ মুহূর্ত অতিক্রান্ত হওয়া মাত্রই থালা-বাটি পেটানোর ধুম পড়ে যায় হলের আঙ্গিনাগুলোতে। তারপর ওখান থেকে একের পর এক মিছিল আসতে থাকে রোকেয়া হল এবং শামসুন্নাহার হলের অভিমুখে। দেশের ভাল ছাত্র বলে যাদের সবাই সমীহ করে তাদের কণ্ঠে সে রাতে যে শ্লোগান ছিল তা উচ্চারণ করতে একজন সাধারণ মানুষেরও জিভ্ আড়ষ্ট হয়ে পড়তো। এরপর হলের সম্মুখেই বসে বিভিন্ন সুরে অশ্লীল গানের আসর।

রাত্রি ভোর হয়। রাজনৈতিক দলের সভা-সমাবেশে কর্মীরা যেমনি বিভিন্ন স্থান থেকে মিছিলসমূহ নিয়ে যোগ দেয়, ঠিক তেমনি কলাভবনের পশ্চিম পার্শ্বের সমাবেশে যোগদানের জন্য হলসমূহ থেকে মিছিল সহকারে ছাত্ররা আসতে শুরু করে। তবে এ ক্ষেত্রে পার্থক্য হলো এই যে, ওদের মিছিলের শ্লোগান হয় দলীয় মেনিফেস্টোর উপর ভিত্তি করে। আর দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের অগ্রদূত ছাত্রদের মুখে শ্লোগান ছিল— 'এক দফা এক দাবী, বউ হয়ে এখন যাবি' ইত্যাদি নানান অশ্লীল শ্লোগানের প্রতিযোগিতা চলেছে বিভিন্ন দলের মাঝে।

টিএসসি'র মূল প্রবেশ পথে সারাদিন ভিড় লেগেই ছিল। সর্বক্ষণই কয়েকটি ছাত্র (?) গ্রুপকে ওই পথে বার বার ভিড় সৃষ্টি করে আসা-যাওয়া করতে দেখা যায়। কোন ছাত্রী কিংবা মহিলা যদি এ ভিড়ে পড়ে থাকেন তবে তিনিই বুঝেছেন এ সকল ছাত্রের অভিপ্রায় কি ছিল। এখানে তার উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি না। তারপর টিএসসি'র সেই দুঃখজনক ঘটনাতো আছেই।

মেয়েরাও কিন্তু বসে ছিল না। মুক্ত দিবসের সুযোগ তারাও কিছুটা কাজে লাগিয়েছে। কলাভবনের সম্মুখে দেখা যায় একদল মেয়েকে ফুলের মালা হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে। ওদের শিকার ছিল মটর সাইকেল আরোহীরা। হাত তুলে তাদেরকে দাঁড় করিয়ে একজন মেয়ে এগিয়ে যায়, তারপর হাতের মালাটা ছেলের গলায় পরিয়ে দিয়ে বলে, 'আপনার প্রতি আমার ভালবাসার স্বীকৃতিস্বরূপ এই মালা আপনাকে পরিয়ে দিলাম।' তারপর হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাকে, ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে আরোহী যুবক হাত ঢোকায় পকেটে।

অসুন্দরের বর্ণনায় কার্পণ্য করা স্বভাবসুলভ হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস '৮৮ উদযাপনে একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেছে তার একটা বিবরণ যতটুকু শালীনতা বজায় রেখে দেয়া সম্ভব ততটুকুই দিতে চেষ্টা করেছি। এবার কিছু কথা— ১৯৮৩ সনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তৎকালীন 'র‍্যাগ-ডে'র পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের প্রচলন করা হয়। কিন্তু নাম পরিবর্তন করলেও পূর্ববর্তী কার্যকলাপের তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের মূল আকর্ষণ 'পূর্ববর্তী' এবং 'আগামী'দের নিয়ে, যাদের উপস্থিতি এবার চোখে পড়েনি। বিশ্ববিদ্যালয় দিবস মুক্ত দিবস। স্বাধীনতার অর্থ যেমনি স্বৈরাচার নয় তেমনি মুক্ততার অর্থও যা ইচ্ছে তা করা নয়।

ছাত্ররা দেশের গর্ব, জাতির গর্ব। কিন্তু টিএসসি-তে একশ্রেণীর ছাত্র নামধারীর কার্যকলাপে একজন সুস্থ বিবেকবান মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে— প্রাচ্যের অক্সফোর্ডের মূল প্রাণ যারা, তাদের কি বিবেক বলে কিছু নেই? আমরা কি এটাই ভাববো যে, ছাত্ররা তাদের চরিত্রাদর্শ থেকে বিচ্যুৎ হয়ে পড়েছে?

এসব ঘটনার স্বপক্ষে কেউ কেউ যুক্তি দিয়েছেন এসব সাময়িক আনন্দ-উচ্ছ্বাস। তাহলে টিএসসি সড়ক দ্বীপে, কার্জন হল প্রাঙ্গণে, কলাভবন কাফেটেরিয়ায় আনন্দদানের যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেগুলো কাদের জন্যে? মূল-মঞ্চের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তাও কি লোক দেখানোর জন্যে করা হয়েছিল?

পরিশেষে বলতে চাই, বিশ্ববিদ্যালয় দিবস '৮৮ শেষ বিশ্ববিদ্যালয় দিবস নয়। আগামী বছরগুলোতেও বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালিত হবে। তবে সে ক্ষেত্রে প্রাণ-চঞ্চল ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আমাদের সকলের প্রত্যাশা থাকবে, এবারের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ধুয়ে-মুছে সুন্দর প্রাণোজ্জ্বল একটি বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পরবর্তী বছরগুলোতে বার বার যেন আমাদের কাছে ফিরে আসে।

আ শ ফ ওয়াহেদ সুমন
পরিসংখ্যান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।